রক্তের প্রতিশোধ

আদিপুস্তক ৯.১-৭পদ

আদিপুস্তক ৬ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, আদমের বংশধররা তাদের জীবনের দ্বারা ঈশ্বরকে কীভাবে কষ্ট দিয়েছে। ঈশ্বর দেখেছিলেন, *"পৃথিবীতে মানুষের দুষ্টতা বড়, এবং তার অন্তঃকরণের চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর মন্দ।"* তাই *"ঈশ্বর পৃথিবীতে মানুষ নির্মাণের জন্য অনুশোচনা করেছিলেন, ও মনঃপীড়া পেয়েছিলেন।"* ফলস্বরূপ, *ঈশ্বর পৃথিবী থেকে সমস্ত মানুষ ও তার সঙ্গে সমস্ত পশু, পাখী ও সরীসৃপকে জলপ্লাবনের দ্বারা উচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন* (৬.৫-৮)। কিন্তু ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান ঈশ্বর মানুষের পরিত্রাণার্থে প্রতিজ্ঞাত উদ্ধারকর্তার আগমনের (আদি ৩.১৫) কথা স্মরণ করে, নোহ ও তাঁর পরিবারকে নোহের তৈরী জাহাজে আশ্রয় দেন। সেই মহাজলপ্লাবনের জল পৃথিবী থেকে সমস্ত মানুষ তথা প্রাণীদের নিশ্চিহ্ন করেছিল বটে, কিন্তু মানুষের মন থেকে পাপকে সরাতে পারেনি। জাহাজ থেকে নেমে মাটিতে পা ফেলে নোহ যখন ঈশ্বরের উদ্দেশে কয়েকটি শুচি পশুর হোমবলি উৎসর্গ করেছিলেন, ঈশ্বর তার সৌরভ আঘ্রাণ করেছিলেন। তথাপি তিনি মনে মনে বলেছিলেন, ***"আমি মানুষের কারণে ভূমিকে আর অভিশাপ দেব না, কারণ বাল্যকাল অবধি মানুষের মনস্কল্পনা দুষ্ট"*** (৮.২১)। নোহ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়েছিল, তাই সে ও তাঁর পরিবার এই মহাজলপ্লাবন থেকে রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু এই জলপ্লাবন থেকে উদ্ধার তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করতে পারেনি। জলপ্লাবনের পরেও তারা তাদের পূর্বপুরুষদেরই অনুসরণ করেছে। ধরা যেতে পারে, জলপ্লাবনের অভিজ্ঞতা নতুনভাবে জীবনযাপনের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে, তারা ততই তাদের সেই সিদ্ধান্তকে ভুলে গিয়েছে। এর প্রমাণ পেতে আমাদের বেশী দূর যাবার প্রয়োজন নেই। ৯.২১ পদে আমরা নোহকে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখতে পাই। নোহের এমন আচরণের জন্য আমরা নোহকে দোষ দিতে পারি না। কারণ, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের ব্যবহারিক জীবনে নোহকে অনুসরণ করে চলেছি। আমরা সবাই ভালো পথে চলতে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি বটে, কিন্তু কিছুকাল পরেই তা ভুলে যাই। কারণ, ছোট থেকেই আমাদের মনের সমস্ত কল্পনা মন্দ। আমরা নিজেরা নিজেদের পরিবর্তিত করতে পারি না;আবার, জলপ্লাবনের ন্যায় ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও পারে না আমাদের পরিবর্তিত করতে। তাহলে, আমরা কীভাবে উদ্ধার পাব?

যে মানুষকে ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন, যাকে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করার ক্ষমতা ঈশ্বর দিয়েছিলেন; সেই মানুষের চিন্তা, ইচ্ছা ও আবেগ সম্পূর্ণভাবে মন্দতার দাসে পরিণত হয়েছে। যার ফলস্বরূপ, পাপে পতিত মানুষ ছোট থেকেই মন্দ চিন্তায় আক্রান্ত। এটাই মানুষের প্রাথমিক চেহারা, আমরা একে অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু জগতের মানুষ এই সত্যকে কেবল অস্বীকার নয়, এর বিরোধীতা করে বলে যে, *"প্রতিটি মানুষের অন্তর শুচি, সুন্দর এবং প্রেমময়।"* মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে এই মিথ্যা ধারণা মানুষের সমাজকে রক্ষা করতে মানুষের দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন সমাধান সূত্রের অক্ষমতাকেই আমাদের কাছে তুলে ধরে। কারণ, ঐ সমস্ত সমাধান-সূত্র তৈরী হয়েছে এই মিথ্যা ধারণাকে ভিত্তি করে যে, মানুষের অন্তর শুচি, সুন্দর ও প্রেমময়। না, বাইবেল আমাদের পরিষ্কার শিক্ষা দেয় যে, মানুষের অন্তর ঠিক এর বিপরীত -- ছোট থেকেই মন্দ চিন্তায় আক্রান্ত। এমন পরিস্থিতিতে একমাত্র ঈশ্বরই পারেন মানুষকে উদ্ধার করতে।

১ এবং ৭ পদে, ঈশ্বর নোহ ও তাঁর পরিবারের কাছে আদম ও হবার প্রতি আশীর্বাদের (১.২৮) পুনরাবৃত্তি করলেন, ***"তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও; পৃথিবী পরিপূর্ণ কর।"*** এর ফলস্বরূপ, নোহের সন্তানদের মধ্যে শেমের বংশধররা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করে। এদের বংশধর হয়ে অব্রাহাম জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ইহূদী জাতির প্রতিষ্ঠাতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আবার,

এই বংশেই মুক্তিদাতা হিসাবে যীশু খ্রীস্ট জন্ম-গ্রহণ করেন এবং আদি ৩.১৫ পদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন।

২ পদে ঘোষণা করা হয়েছে, পশু, পাখীরা মানুষদের ভয় করবে। কেন? আদি ১ অধ্যায়ে, আমরা দেখেছিলাম, ঈশ্বর মানুষকে সমস্ত পশু, পাখী ও সরীসৃপদের উপরে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন (১.২৬, ২৮ পদ)। সেখানে কর্তৃত্ব করার অর্থ, পশুজগৎ ভালোবাসা ও বাধ্যতায় মানুষের বশীভূত ছিল। কিন্তু মানুষের পাপে পতন (আদি ৩ অধ্যায়) এবং জলপ্লাবনের পর পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তাই, পশুরা মানুষকে ভয় পায়, মানুষের কাছ থেকে নিজেকে লুকায়, এবং মানুষের কাছ থেকে পালায়। এ সমস্ত ঘটনার দ্বারা ঈশ্বর আমাদের সেই সত্যকে উপলব্ধি করার সুযোগ দিয়েছেন যে, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি দূষিত, কলুষিত ও বিকৃত হয়েছে। ফলস্বরূপ, মানুষের প্রতি পশুদের ভালোবাসা ভয়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

৩ পদে, পশু-পাখীদের মাংস ভোজন করতে মানুষকে পরিষ্কারভাবে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর যখন আদম ও হবাকে এদোন উদ্যানে রেখেছিলেন, তখন তিনি তাদের আহারের জন্য বিভিন্ন গাছ ও তাদের ফল দিয়েছিলেন (১.২৯;২.৯, ১৬)। কিন্তু জলপ্লাবনের পর ঈশ্বর মানুষের খাদ্য-তালিকায় পশু-পাখীদের মাংসকেও যুক্ত করলেন। অর্থাৎ, মানুষ কখনও নিজে নিজেকে বাঁচাতে পারে না; তাকে বেঁচে থাকার জন্য অবশ্যই অন্যান্য জীবনের উপর নির্ভর করতে হবে। এই সত্য কেবল আমাদের শারীরিক অস্তিত্বের জন্যই প্রযোজ্য নয়--আত্মিক অস্তিত্বের জন্যও একইভাবে প্রযোজ্য। তাই, যীশু এমন কথা বলেছিলেন, ***"তোমরা যদি মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন ও তাঁহার রক্ত পান না কর, তোমাদের জীবন নেই। যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে, এবং আমি তাঁকে শেষ দিনে উঠাব"*** (যোহন ৬.৫৩-৫৪)। খ্রীস্টকে বাদ দিয়ে আমরা কখনও প্রকৃত জীবনের স্বাদ পেতে পারি না।

৪ পদে বলা হয়েছে, মানুষ যদিও পশু-পাখীদের মাংস ভোজন করতে পারে, কিন্তু তাদের রক্ত গ্রহণ করতে পারে না। কারণ হিসাবে রক্তের মধ্যে জীবনের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে এবং এই জীবনের উপর একমাত্র ঈশ্বরের অধিকার কায়েম করা হয়েছে। এখানে, যদিও এই বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, পরবর্তীকালে মোশীর মাধ্যমে ঈশ্বর এ বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন (লেবিয় ৩.১৭;৭.২৬-২৭;১৭.১০-১৪;১৯.২৬;দ্বি. বি. ১২.১৬, ২৩-২৫, ইত্যাদি)। মাংস ভোজনে বিধি-নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর পৃথিবীতে মানুষের জীবন রক্ষা করতে আরও একটি আইন জারি করলেন। যদি কোন মানুষের জীবন পশু বা অন্য কোন মানুষের দ্বারা বিপন্ন হয়, তবে ঈশ্বর নিজে তার জীবন নিয়ে সেই রক্তের পরিশোধ করবেন (৫ পদ)। এবং ৫ পদে যে কথা পশু ও মানুষদের উদ্দেশে বলা হয়েছিল, ৬ পদে সেই কথা নির্দিষ্টভাবে মানুষের উদ্দেশে বলা হয়েছে, ***"যে কেউ মানুষের রক্তপাত করবে, মানুষের দ্বারা তার রক্তপাত করা যাবে; কারণ ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে নির্মাণ করেছেন।"*** আমরা যেন ঈশ্বরের এই কথার ভুল ব্যাখ্যা না করি। কারণ, অনেকেই এমন কথা শোনার পর, রক্তের পরিশোধে রক্ত নামক মারাত্মক নীতি গ্রহণ করতে পারেন। না, সে কথা এখানে বলা হয়নি। একটু আগেই বলা হয়েছে, রক্তের মধ্যে জীবন থাকায়, তার উপর মানুষের কোন অধিকার নেই, একমাত্র ঈশ্বরই জীবনের উপর কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনি এই জীবন দিয়েছেন, তিনিই কেবল এই জীবন নিতে পারেন। তাই, রক্তের যে পরিশোধের কথা বলা হয়েছে, তা কেবল ঈশ্বরই নিতে পারেন। এ বিষয়ে পৌল পরিষ্কার শিক্ষা দিয়েছেন, ***"প্রতিশোধ নেওয়া আমারই কর্ম, আমিই প্রতিফল দেব, ইহা প্রভু বলেন"*** (রোমীয় ১২.১৯;দ্বি. বি. ৩২.৩৫)। অর্থাৎ, ঈশ্বর আমাদের বলছেন, *''তোমরা নিজেদের হাতে প্রতিশোধ নেবার দায়িত্ব নিতে পার না। সেই অধিকার তোমাদের নেই। সেই কাজ আমার। তোমরা জান না, তোমাদের কাজের দ্বারা কী ঘটতে পারে, কারণ মন্দের উপর তোমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। তাই, সেই কাজ আমার উপর ছেড়ে দাও। প্রতিশোধ নেওয়া আমার কাজ; আমিই প্রতিফল দেব।"* ৬ পদের দ্বিতীয় অংশে, এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে যে কারণের কথা বলা হয়েছে, তা হল, ***"কারণ ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে***

মানুষ নির্মাণ করেছেন।" মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হওয়ায়, তার জীবনকে বিপন্ন করার দ্বারা কেবল তার জীবনকে হত্যা করা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে আঘাত করা হয়। কারণ, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে স্পর্শ করার দ্বারা ঈশ্বরকে স্পর্শ করা হয়েছে;ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে হত্যা করার দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি হিংসা প্রদর্শন করা হয়েছে। এর দ্বারা আমরা ছোট থেকেই মন্দ চিন্তায় আক্রান্ত মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অবিচ্ছিন্ন ভালোবাসার প্রকাশ দেখতে পাই। যদিও মানুষ জন্ম থেকেই মন্দ;মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি দূষিত, কলুষিত ও বিকৃত হয়েছে;তথাপি সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হয়ে সৃষ্ট হয়েছে এবং এখনও সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। ঈশ্বর ইচ্ছা করলে, মানুষের পাপে পতনের পর সেই প্রতিমূর্তি মুছে ফেলতে পারতেন;কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ, ঈশ্বর প্রেমময়;তিনি সেই দূষিত প্রতিমূর্তিকে প্রতিজ্ঞাত পরিত্রাতায় (৩.১৫) বিশ্বাসের দ্বারা কেবল নতুনীকৃত করা নয়, নিখুঁতও করতে পারেন।

অর্থাৎ, পৃথিবীতে কেবল পশু, পাখী ও সরীসৃপদের উপর কর্তৃত্ব করা নয়;আমাদের প্রতিবেশি মানুষদের রক্ষা ও সাহায্য করার দায়িত্বও ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। এর ফলস্বরূপ, আমরা কেউ কয়িনের মত ***"আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষক"*** (৪.৯) বা লেমকের মত ***"আমি আঘাতের পরিশোধে পুরুষকে, প্রহারের পরিশোধে যুবাকে বধ করেছি"*** (৪.২৩) প্রভৃতি মন্তব্যের দ্বারা আমাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারি না বা আমাদের মন্দ কাজের সাফাই গাইতে পারি না। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমরা প্রত্যেকে অতি মূল্যবান, কারণ আমরা প্রত্যেকেই তাঁর প্রতিমূর্তি। তাই যীশু এমন কথা বলেছেন, ***"তোমদের মাথার চুলগুলি পর্যন্ত গোনা আছে। ভয়কোরো না, তোমরা অনেক চড়াই পাখী থেকে শ্রেষ্ঠ"*** (লুক১২.৭**)** তাই, আদি ৯.৬ পদে, মানুষের রক্তপাতকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তথা ঈশ্বরকে আঘাত করার কথা বলা হয়েছে।

এখন, এমন কথা শুনে হয়ত আমরা প্রত্যেকেই রক্তপাত না করার জন্য নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার কথা ভাবতে পারি। কিন্তু, সেই সমস্ত গুজব, যা আমরা রটিয়েছিলাম, যা একজনকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছিল, কিম্বা সেই সমস্ত ক্ষোভ বা অসন্তোষ, যা অপরাধীকে ক্ষমা করতে আমাকে বাধা দিয়েছে, কিম্বা আমার সেই স্বার্থপর ইচ্ছা চরিতার্থ করার স্পৃহা, যা আমার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করেছে। কিম্বা সেই নারী বা শিশুর প্রতি শারীরিক, মানসিক বা যৌন অত্যাচার, যা তাদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। আমাদের ভাই তথা প্রতিবেশিদের প্রতি আমাদের দায়িত্বকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যীশু বলেছেন, ***"যে কেউ নিজের ভাইয়ের প্রতি ক্রোধ করে, সে বিচারের দায়ে পড়বে; যে কেউ নিজের ভাইকে বলে, হে নির্বোধ, সে মহাসভার দায়ে পড়বে; যে কেউ বলে, হে মুর্খ, সে অগ্নিময় নরকের দায়ে পড়বে"*** (মথি ৫.২২)। তাই, প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হবার আশীর্বাদ কেবল যৌন-প্রজননের দ্বারা সংখ্যাবৃদ্ধি নয়, কিন্তু সক্রিয় ভূমিকার দ্বারা পৃথিবীতে জীবনের প্রতিরক্ষা ও সংরক্ষণকে নির্দেশ করে। তাই, ভ্রূণহত্যার পরিবর্তে, আমাদের সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা করতে হবে;অনাথ ও বিধবাদের তত্ত্বাবধান করতে হবে (যাকোব ২.২৭);সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার করতে হবে (মীখা ৬.৮)।